Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

23 June 2023 / 4 Zulhijjah 1444H

কোরানের বিষয়বস্তুগুলিকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলন করে দেখা

Reflecting on the Content of the Qur'an

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبدِهِ الكِتَاب، تَبصِرَةً لِأُولِي الأَلبَابِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ رَبُّ الأَربَاب، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ إِلَى خَيرِ أُمَّةٍ بِأَشرَفِ كِتَابٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ الأَنجَابِ، صَلاَةً وَسَلاَمًا دَائِمَينِ إِلَى يَومِ المَآبِ. فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

সম্মানিত ইসলামধর্মাবলম্বী ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহতাআলার নির্দেশগুলি মেনে চলে এবং তাঁর দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি পরিহার করে আল্লাহ তা আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করা অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহ তা আলা যেন আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন যেন জিলহজ্জের এই দিনগুলিতে আমরা আরো বেশী করে ভাল কাজ করতে পারি । আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সম্মানিত নামাজীবৃন্দ,

জিলহজ্জে মাসের প্রথম দশ দিনের উপকারিতা এবং রহমত সম্পর্কে সুরা আল ফজরের প্রথম দুই আয়াতে মহান আল্লাহ তা আলা বলেছেন,

অর্থঃ শপথ ফজরের এবং শপথ প্রথম দশ দিনের।

কোন কোন ইসলাম ধর্ম বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত "দশ দিন" বলতে জিলহজ্জ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের কথা বলা হয়েছে। এমনকি আমাদের নবী করিম (সঃ) একবার বলেছেন। " আল্লাহ তা আলার কাছে কোন দিনে ভাল কাজ করা এত প্রিয় না যতটা প্রিয় তাঁর কাছে জিলহজ্জ্বের প্রথম দশ দিনে ভাল কাজ করা"। তাই আসুন, এই দিনগুলিতে আমরা সবাই আরো বেশী করে তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবির (আল্লাহু আকবর) এবং তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) জিকির করি। (ইমাম আহমেদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আমরা এখন জিলহজ্জ্বের প্রথম দশ দিন অতিবাহিত করছি, যার অর্থ হলো, আমরা মহান সুবহান আল্লাহতাআলার দৃষ্টিতে সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তাই, এই দিনগুলিতে বেশী করে ন্যায়পরায়ণ ও ভাল কাজ করা বৃদ্ধি করুন এবং পরিবারের সবাইকে তা করতে উৎসাহিত করুন।

সম্মানিত মুসলমানবৃন্দ,

জিলহজ্জ্ব মাসের এই দশ দিনে আমাদেরকে কোন ন্যায়পরায়ন ও ভাল কাজ যতবেশী সম্ভব করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে?

আমরা এই সময়ে যত রকম ইতিবাচক কাজ যেমন অভাবী মানুষকে দান করা, জিকির করা এবং বেশী করে সুন্নত নামাজ আদায় ইত্যাদি কিয়াজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করতে পারি। আমরা আরাফাতে উপস্থিতের দিনে রোজা রাখতে পারি যার জন্য বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতির কথা বলা আছে। নবী করিম (সঃ) বলেছেন, " আরাফাতের দিনে রোজা অতীতের এক বছরের এবং ভবিষ্যতের এক বছরের সকল গুনাহগার কাজের কাফফারা হিসাবে কাজ করে।" (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

আরাফাতের দিনে রোজা রাখা এমন এক অসাধারণ ইবাদত যেটা করলে মহান আল্লাহ তা আলা আমাদের দুই বছরের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। তাই, চেষ্টা করুন যেন আপনি আরাফাতের এই দিনে রোজা রাখতে পারেন, আপনার পরিবারের সবাইকে রোজা রাখতে উৎসাহিত করুন, তাহলে আমরা সবাই এবং আমাদের পরিবারের সবাই এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে বড় পুরস্কার পাওয়ার বীজ এখনই বুনতে পারি।

এ ছাড়া, আরেকটি ভাল অভ্যাস আমরা করতে পারি তা হলো, কোরান শরীফ পাঠ করা। এর কারণ, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি বর্ণ, প্রতিটি অক্ষর যা আমরা কোরান থেকে পাঠ করি তা বরকতময়, এবং এগুলি পাঠের ফলাফল হিসেবে একটি পুরষ্কার নির্ধারিত আছে। এই সময়ে, কোরান শরীফ পাঠ এবং তার প্রশংসা করার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ ও উত্তম কাজ আর কিছু নাই।

গৌরবোজ্জ্বল মাসের এই দিনে আমাদের জন্য এটা সুবিচারপূর্ণ হবে যদি আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে কোরান শরীফের সাথে সুগভীর সম্পর্ক স্থাপনের শক্তিকে আরো দৃঢ় করি। কোরান শরীফের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন? আমরা কি এটা মাঝে মাঝেই পাঠ করে থাকি? এর যা বিষয়বস্তু তা খেয়াল করে দেখি, এর মধ্যে করণীয় আদেশগুলিকে কি আমরা মেনে চলি? নাকি কোরান শরীফের সংগে আমাদের কোন সম্পর্কই নাই?

আমরা কি কোরান শরীফের নির্দেশগুলিকে গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করি এবং চেষ্টা করি এর ভেতরের ইতিবাচক উদাহরণগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে সেগুলি অনুসরণ করতে? নাকি আমরা কোরান শরীফকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি? এটাকে আমাদের নিত্যদিনের জীবন থেকে এক দিকে দূরে সরিয়ে রেখেছি?

মহান আল্লাহতাআলা সুরা সোয়াদের ২৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন;

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾

অর্থঃ ‘‘এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, (হে মুহম্মদ) যাতে বুদ্ধিমান মানুষেরা এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে যেখানে তাঁদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আছে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করেন’’।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এই আয়াতগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের নিকট কোরান শরীফ নাজিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো এর আয়াতগুলিতে উল্লেখিত বিষয়গুলি আমরা ভাল করে খেয়াল করি এবং সেগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। যেখানে কোরানের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য পাঠ করাই এক ধরণের ইবাদত, আমাদের সেখানে বোঝা উচিত যে কোরানের আয়াতগুলিকে খেয়াল করে মেনে চলাও একটি ধর্মীয় কর্তব্য। এর মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত নির্দেশনাগুলি ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

তাই, আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা কোরান পাঠে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, এর বিষয়বস্তুগুলিকে যতটা সম্ভব বুঝতে চেষ্টা করি। এখানে অনেক মসজিদ, অনেক প্রাইভেট ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কোরান শিক্ষার ক্লাস যেমন তাফসির ক্লাস, তাদাব্বুর আল কোরান ক্লাস ইত্যাদি আছে।

মহান আল্লাহতা আলা যেন আমাদেরকে সেইসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাঁরা পরকালে মহান আল্লহতাআলার সামনে কোরানকে তাঁদের পক্ষ হয়ে কথা বলতে সাহায্য করবে এবং আমরা যেন তাঁদের

একজন হই যাঁরা কোরানকে আরো গৌরবান্বিত করেন এবং কোরানের আদেশগুলি মেনে চলেন, এর সকল নির্দেশগুলি সম্পূর্ণ পালন করেন।

আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Second Sermon

الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.